বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের COVID-19 এরপ্রভাবএবংউত্তরণেরকর্মপরিকল্পনা

বাংলাদেশ ট্যুরিজ্‌ম বোর্ড
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

অধ্যায়	সূচি	পৃষ্ঠানম্বর
অধ্যায়-১	**ভূমিকা**	২
অধ্যায়-২	**বাংলাদেশ পর্যটন শিল্পের ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ**	৩-৪
	বাংলাদেশ পর্যটন শিল্পের সংকট উত্তরণের কর্মপরিকল্পনা	৫-১২
	সংকটব্যবস্থাপনাএবং প্রভাবপ্রশমিতকরা	৫-৮
	১. পর্যটন শিল্পের উদ্যোক্তা, লোকবল ও পর্যটন সংশ্লিষ্ট প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা প্রদান	৫
	২. পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তারল্য সহযোগিতা	৬
	৩. পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্টআইন ও বিধি পর্যালোচনা এবং সহজীকরণ	৬
	৪. ভোক্তা/পর্যটকের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং আস্থা পূনরুদ্ধার	৬
	৫. দক্ষতা উন্নয়ন বিশেষতঃ আইসিটি দক্ষতা উন্নয়ণ কার্যক্রম গ্রহণ	৭
	৬. জাতীয়, আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্যাকেজগুলিতে বাংলাদেশের পর্যটন অন্তর্ভুক্তকরণ	৭
অধ্যায়-৩	৭. সঙ্কট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও কৌশল চিহ্নিত করা এবং অনুসরণ করা	৭-৮
	৮. দেশের অভ্যন্তরে এবং দেশের বাইরে ভার্চুয়াল যোগাযোগ স্থাপন	৮
	উদ্দীপিত করারজন্য প্রণোদনা প্রদান এবং পূনরুদ্ধার কাজ বেগবান করা	৮
	৯. পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্ট সাব সেক্টরগুলোতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা	৮
	১০. অগ্রীম ভিসাসহ বিভিন্ন ভ্রমণ সুবিধা প্রদান	৯
	১১. পর্যটন জনশক্তির চাহিদা নিরূপণ, দক্ষতা উন্নয়ন, নতুন কর্মের সুযোগ তৈরি ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণ	৯
	১২. প্রনোদনা এবং পুনরুদ্ধার প্যাকেজগুলিতে পরিবেশগত টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা	৯
	১৩.পর্যটন বাজার চিহ্নিতকরণ এবং আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধার এবং চাহিদা বৃদ্ধির জন্য দ্রুত কাজ করা	৯-১০
	১৪. বিপণন, ইভেন্ট এবং মিটিং সুবিধাদি সম্প্রসারণ	১০
	১৫. অংশীদারিত্বমূলক বিনিয়োগ বৃদ্ধি	১১
	আগামীদিনেরজন্যপ্রস্তুতি	১১-১২
	১৬.বাজার, পণ্য এবং সেবার বহুমুখিকরণ ও বৈচিত্র্য আনয়ণ ও অন্যান্য কার্যক্রম	১১-১২
অধ্যায়৪-	**বাস্তবায়ন সময়পরিকল্পনা**	১৩-১৫
অধ্যায়-৫	**উপসংহার**	১৬

অধ্যায় ১

ভূমিকা

২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে চীনের উহান শহরে প্রথমে শনাক্ত হওয়া এবং পরবর্তীতে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া করোনভাইরাসের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত খাত পর্যটন শিল্প। এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারির কারণে বন্ধ ঘোষণা করা হয় বিশ্বের সকল পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান।৮মার্চ ২০২০তারিখে বাংলাদেশে প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী সনাক্ত হওয়া এবং এর প্রকোপ বৃদ্ধির ফলে ১৬ এপ্রিল ২০২০ তারিখে সমগ্র বাংলাদেশকে 'সংক্রমের ঝুকিপূর্ণ' ঘোষণাকরাহয়।করোনাসংক্রমণেরকারণেসরকার২৬ মার্চথেকে ৩০ মে ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে এবং বন্ধ ঘোষণা করা হয় দেশের সমস্ত পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান, হোটেল, মোটেল, রেস্টুরেন্ট, বিনোদন কেন্দ্র, আকাশ, সড়ক, রেল ও নৌ-পথ। ফলে বাংলাদেশের আউটবাউন্ডওইনবাউন্ড ও অভ্যন্তরীণ পর্যটন মারাত্মক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে; ক্ষতির সম্মুখীন হন পর্যটন শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ। গভীর অনিশ্চয়তায় নিমজ্জিত হয় পর্যটন সংশ্লিষ্ট প্রায় ৪০ লক্ষ কর্মী এবংএদের উপর নির্ভরশীল কমপক্ষে দেড় কোটি মানুষ।করোনাভাইরাস দুর্যোগ থেকে মুক্তির পরও এ সংকট থেকে পর্যটন শিল্পের উত্তরণের জন্য অনেক সময় লাগবে বিধায় এই সময়ে এই খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিপুল সংখ্যক দক্ষ/আধা দক্ষ জনবল স্থায়ীভাবে বেকার হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে যার বিরূপ প্রভাব পড়বে পর্যটনসহ দেশের সার্বিক কর্মসংস্থান ও অর্থনীতির উপর।

ফলে গভীর সংকটে নিপতিত আমাদের পর্যটন শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখাই হচ্ছে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা,সংকট উত্তরনের উপায় এবং ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতামূলক পর্যটন বাজারে সুবিধা অর্জনের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এই শিল্পের বিভিন্ন অংশীজনের মতামতের আলোকেএকটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। কর্মপরিকল্পনাটিতে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য গাইডলাইন থাকবে। গাইডলাইন অনুযায়ী কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন, তদারকী ও মূল্যায়ন করা হবে।

অধ্যায় ২

বাংলাদেশ পর্যটন শিল্পের ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ

করোনভাইরাস সংকট বিশ্ব পর্যটন শিল্পে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে যা আগামী দিনগুলোতে এতে নতুন মাত্রা যোগ করবে এবং এ শিল্পকে নতুনভাবে উপস্থাপন করবে। **বিশ্বব্যাপী জিডিপির ১০% বর্তমানেপর্যটন শিল্পেরঅবদান।**WTTC (World Travel and Tourism Council) এর মতে COVID-19 মহামারী ভ্রমণ ও পর্যটন শিল্পে বিশ্বব্যাপী ৫০ মিলিয়ন চাকরি হ্রাস করতে পারে। এর ফলশ্রুতিতে এশিয়া সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। UNWTO(United Nation World Tourism Organization)অনুমান করেছে যে ২০২০ সালে আন্তর্জাতিক পর্যটকের আগমন ২০% থেকে ৩০% কমে যেতে পারে। যার ফলে আন্তর্জাতিক পর্যটন রপ্তানি খাতে ৩০০ থেকে ৪৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার লোকসান হতে পারে।

বাংলাদেশেরজিডিপিতেপর্যটনেরঅবদানপ্রায়৩%।বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার কারণে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প মারাত্মক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে এবং ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন পর্যটন শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ। গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন ট্যুর অপারেটর; ট্যুর গাইড; ট্রাভেল এজেন্ট; হজ্ব লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান/ধর্মীয় পর্যটন; নৌ পরিবহন/ট্যুরিস্ট ভেজেল; বিমান; সড়ক পরিবহন/ট্যুরিস্ট কোচ/পর্যটন এলাকার ছোট, মাঝারি ও বড় পরিবহন; রেল পরিবহন; হোটেল, মোটেল, রিসোর্ট, রেস্ট হাউস, বাংলো, কটেজ, পর্যটন শিল্পের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা; দেশীয় খাবার বিক্রেতা স্ট্রিট ফুড ভেন্ডর; ভাসমান বিক্রেতা হকার; এমিউজমেন্ট পার্ক, শিশু পার্ক; পিকনিক স্পট; পর্যটন এলাকার আর্থিক প্রতিষ্ঠান; স্পা, সেলুন, পার্লার; শপিংমল; সিবিটি অপারেটর; ফুড সাপ্লাই চেইন; কমিশন এজেন্ট; পর্যটন এলাকা কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক কর্মী ও শিল্পী; ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্ম; পর্যটন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; চলমান ও পাইপ লাইনে থাকা পর্যটন প্রকল্পসমূহ; পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানে পণ্য ও খাদ্য উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারী; মৎসজীবি; পর্যটন এলাকায় ইউটিলিটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান; পর্যটন এলাকার ঘোড়া চালক; মোটর বাইক চালক; সমুদ্র সৈকত এলাকার বিশ্রাম চেয়ার ব্যবসায়ী; সিনেমা, থিয়েটার, একুরিয়াম, মিউজিয়াম; কেবল কার ব্যবসায়ী; অডিও, ভিডিও ও ফটোগ্রাফার; হাওর, চা বাগান ও রিজার্ভ ফরেস্ট ভিত্তিক পর্যটন; প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত পর্যটন কেন্দ্র; জাতীয় ঐতিহাসিক স্থান ও MICE পর্যটন সংশ্লিষ্ট প্রায় ৪০ লক্ষ জনশক্তি।

পর্যটন শিল্পের বিভিন্ন অংশীজনের সাথে আলোচনাক্রমে এবং পর্যটনের বিভিন্ন উপ-খাত থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায় পর্যটন খাতে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা নিম্নরূপ:

ক্ষতিরপরিমাণ	**কোটি টাকায়**
ইনবাউন্ডট্যুর অপারেশনেক্ষতিরপরিমাণ	১৮৬.২৫
আউটবাউন্ড ট্যুর অপারেশনেক্ষতিরপরিমাণ	৩৩৯.৯৮
ডোমেস্টিক ট্যুর অপারেশনেক্ষতিরপরিমাণ	৯৩.৩৪
টিকেটিংমোটক্ষতিরপরিমান	৩০৫.৩৩
কর্মহীন অবস্থায় অফিসভাড়া প্রদান বাবদ ব্যয়	১৬.৯৫
কর্মীদেরবেতন,ভাতাপরিশোধওঅন্যান্য পরিচালন ব্যয়	৮০.২৭
হোটেল, মোটেল, গেস্টহাউজ, রির্সোট, এমিউজমেন্টপার্ক, ট্যুরিস্টকোচ, ক্রুজশিপমোটক্ষতির পরিমাণ	৪৮৭.০০

মূলতঃ জানুয়ারি থেকে করোনার প্রভাবে ব্যবসা বন্ধ হতে থাকে পর্যটন খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের। করোনা পরিস্থিতির কারণে কর্পোরেশনের হোটেল, মোটেল ও রেস্তোরাগুলো কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রতিদিন গড়ে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হচ্ছে এবং এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের মোট ক্ষতির পরিমাণ ১৪.৫০কোটি টাকা। ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (টোয়াব) প্রদেয় তথ্য অনুযায়ী এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত পর্যটন সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৫হাজার ৭০০কোটি টাকা। এসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস্ অব বাংলাদেশ (আটাব) হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জুন ২০২০ পর্যন্ত ট্রাভেল এজেন্সি এবং পর্যটন সংশ্লিষ্ট খাতে সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা। অপর দিকে প্যাসিফিক এশিয়া ট্রাভেল এসোসিয়েশন (পাটা) এর বাংলাদেশ চ্যাপ্টারএর রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের ভ্রমণ ও পর্যটন শিল্প জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ৯৭০৫ কোটি টাকার টার্নওভার হারাবে। তবে এই ক্ষতির এই বিবরণীর সাথে দিন দিন যুক্ত হচ্ছে পর্যটন শিল্পের বিভিন্ন উপখাত এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ।

অধ্যায় ৩

বাংলাদেশ পর্যটন শিল্পের সংকট উত্তরণের কর্মপরিকল্পনা

Covid 19 এর দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পাওয়ার সাথে সাথেই পর্যটন ব্যবসা পুরো মাত্রায় শুরু হবে এটি আশা করা যায় না। করোনাজনিত মারাত্মক ট্রমা থেকে বের হয়ে আসা, আর্থিক অবস্থার উন্নতি, স্বাস্থ্য ঝুকি সম্পর্কে নিরাপদ বোধ করা ইত্যাদি অনেক অনুসঙ্গ বিবেচনা করে মানুষ পর্যটনের দিকে পা বাড়াবে। ফলে গভীর সংকটে নিপতিত আমাদের পর্যটন শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখাই হচ্ছে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য,সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য এবং ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতামূলক পর্যটন বাজারে সুবিধা অর্জনের জন্য

নিম্নবর্ণিত তিনটি পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হলোঃ

- সংকট ব্যবস্থাপনা এবং প্রভাব প্রশমিত করা
- উদ্দীপিতকরারজন্য প্রণোদনা প্রদান এবং পূনরুদ্ধার কাজ বেগবান করা
- আগামীদিনেরজন্যপ্রস্তুতি

▪ সংকটব্যবস্থাপনাএবং প্রভাব প্রশমিত করা

পর্যটন শিল্পেরসংকট ব্যবস্থাপনা এবং এর প্রভাব প্রশমিত করার জন্যনিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১। পর্যটন শিল্পের উদ্যোক্তা, লোকবল ও পর্যটন সংশ্লিষ্ট প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা প্রদান

১.১. জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় পর্যটন সংগঠনের সহায়তায় পর্যটন শিল্পের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী ও পর্যটনের সাথে যুক্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তালিকা প্রণয়ন করা।

১.২. পর্যটন শিল্পেরসাথে যুক্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, ক্ষুদ্রউদ্যোক্তা/ব্যবসায়ী, কর্মচারীদের সংকটকালীন সময়ে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত করার জন্য "দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়'' এবং জেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা।

১.৩. পর্যটন শিল্পের সাথে যুক্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, ক্ষুদ্রউদ্যোক্তা/ব্যবসায়ী, কর্মচারীদের সংকটকালীন সময়ে ক্যাশ ইনসেন্টিভ প্রদান করা।

১.৪. পর্যটন বিষয়ে অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
১.৫. সংকট কালে পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মী ছাটাই না করে, ছুটিতে পাঠিয়ে অথবা কাজের সময় হ্রাস করে ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করা।
১.৬. টেলি কনফারেন্সিং, ভিডিও কনফারেন্সিং ও অন লাইন যোগাযোগের অন্যান্য প্রযুক্তির সহায়তায় পর্যটন শিল্পের সাথে যুক্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, ক্ষুদ্রউদ্যোক্তা/ব্যবসায়ী, কর্মচারীদের সাথে সংকটকালীন সময়ে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা।
১.৭. সংকট কালে সরকারী ও বেসরকারি উৎস থেকে গ্রহণকৃত ঋণের সুদ আদায় নির্ধারিত সময়ের জন্য স্থগিত রাখা।

২. পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানেরতারল্য সহযোগিতা

পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করার জন্য জরুরি তহবিল গঠন করা যাতে প্রতিষ্ঠানগুলো দেউলিয়া হয়ে না পড়ে এবং সঙ্কট পরবর্তী সময়ে পুনরায় ব্যবসায় শুরু করতে সক্ষম হয়। এ জন্য নিম্ন বর্ণিত বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট ফান্ডিংব্যবস্থা চালু করাঃ

২.১. আর্থিক ও ঋণ সহযোগিতা পূনর্গঠনের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।
২.২. পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তারল্য সুবিধার জন্য পর্যটন শিল্পের বিশেষত মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের উদ্যোগ (এমএসএমই) এবং স্বল্পমেয়াদী উদ্যোগ যেমন, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এবং দ্রুত ও ভর্তুকিযুক্ত ঋণ পদ্ধতির উন্নয়ন করা।
২.৩. গুরুত্বপূর্ণ ইউটিলিটি বিল যেমন বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন, যোগাযোগ, ভাড়া ইত্যাদি আদায় সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখা।
২.৪. ছোট ও স্বল্প পুজির ব্যবসা যেমনঃ দেশীয় খাবার বিক্রেতা স্ট্রীট ফুড ভেন্ডার, ভাসমান ব্যবসা, সিবিটি ইত্যাদির ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের জন্য অফেরতযোগ্য অনুদান প্রদান করা।

৩. পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্টআইন ও বিধি পর্যালোচনা এবং সহজীকরণ

পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্ট পরিবহন কর, চার্জ, শুল্ক বিষয়ক আইন ও বিধি পর্যালোচনা এবং সহজীকরণের জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করাঃ
৩.১. পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্ট পরিবহন ও পর্যটন শিল্পের ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত সমস্ত কর, চার্জ এবং শুল্ক আইন ও নীতিমালা পর্যালোচনা করা।
৩.২. ভ্যাট ও আয়করের পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট পর্যটন ও পরিবহন চার্জসহ ভ্রমণ ও পর্যটন কর, চার্জ এবং শুল্ক সাময়িক সংকটকালীন সময়ের জন্য স্থগিত করা বা হ্রাস করা।
৩.৩. পর্যটন পরিবহন ও অন্যান্য পর্যটন শিল্প উপকরণ আমদানীতে শুল্ক হ্রাস করা।

৪. ভোক্তা/পর্যটকের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং আস্থা পূনরুদ্ধার

ভোক্তা/পর্যটকের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং আস্থা পূনরুদ্ধারের জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করাঃ

৪.১. ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে অগ্রীম পরিশোধিত অর্থ ফেরত প্রদানের অনুরোধ সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের উপায় অন্বেষণ করা।
৪.২. পর্যটককে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে পালন নিশ্চিত কারার বিষয়টি মনিটরিং করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন এলাকায় পর্যটন অংশীজন সমন্বয়ে কমিটি করে নিয়মিত তদারকী করা।

৫. দক্ষতা উন্নয়ন বিশেষতঃ আইসিটি দক্ষতা উন্নয়ণ কার্যক্রম গ্রহণ

দক্ষতা উন্নয়ন বিশেষতঃ আইসিটি দক্ষতা উন্নয়নের জন্য নিম্ন বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করাঃ
৫.১. নতুন পর্যটন পণ্য ও বাজার চিহ্নিতকরণ, বিপণন ও প্রমোশন ইত্যাদির বিষয়ে যে সকল অদক্ষ কর্মী রয়েছেন তাদেরকে আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মীতে পরিণত করা।
৫.২. আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জন্য অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্স চালুকরা এবং সম্মানি প্রদানের মাধ্যমে ক্যাশ ট্রান্সফার করা।
৫.৩. আন্তর্জাতিক পর্যটন সংস্থা UNWTOএর অনলাইন একাডেমি কর্তৃক প্রচারিত কন্টেন্ট প্রমোট করা।
৫.৪. পর্যটন পেশায় যুক্ত ব্যক্তিগণের ডিজিটাল দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ডিজিটাল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি।

৬.জাতীয়, আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্যাকেজগুলিতে বাংলাদেশের পর্যটন অন্তর্ভুক্তকরণ

Covid 19 এর সংকট কালে জাতীয়, আঞ্চলিক এবং বিশ্ব সংস্থা পর্যায়ে যে সকল অর্থনৈতিক প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে বা ভবিষ্যতে ঘোষণা করা হবে তাতে বাংলাদেশের পর্যটনকে অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করাঃ

৬.১. বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প জাতীয়, আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক অগ্রাধিকার ও ক্ষতিগ্রস্থ খাত হিসেবে তার ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন ও সুরক্ষায় ঘোষিত প্যাকেজের আওতায় রাখা।
৬.২. আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সংস্থা যেমন UNWTO, World Bank Group, Asian Development Bank (ADB), European Union (EU)ইত্যাদি কর্তৃক ঘোষিত পর্যটনের বিভিন্ন প্যাকেজের আওতায় বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প অর্ন্তভুক্তকরণ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সংস্থা এবং বিভিন্ন দেশের জাতীয় পর্যটন সংস্থাগুলোর যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।

৭. সঙ্কট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও কৌশল চিহ্নিত করা এবং অনুসরণ করা

পর্যটন শিল্পের সঙ্কট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও কৌশল চিহ্নিত করা এবং অনুসরণ করার জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করাঃ

৭.১. পর্যটন অংশীজনের প্রতিনিধি এবং সরকারী প্রতিনিধি সমন্বয়ে জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে Crisis Management Committee (CMC) গঠন করা।
৭.২. ভোক্তাগণ / পর্যটকগেণের আস্থা অর্জনের জন্য এবং স্থানীয় জনগণকে সচেতন করার জন্য পর্যটন সংক্রান্ত নিয়মিত বার্তা/বুলেটিন প্রদান করা।
৭.৩. বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক প্রদানকৃত ট্যুরিজম ফেলোশিপ প্রাপ্ত প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সংবাদিকদের মাধ্যমে Crisis Management Committee (CMC)'র সুপারিশ এবং

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনসহ বেসরকারি অংশীজনের উদ্যোগসমূহ মিডিয়ায় প্রচার ও প্রকাশ করা।
৭.৪. Global Tourism Crisis Response Strategyনিয়মিত পর্যালোচনা করা এবং এর আলোকে বাংলাদেশের পর্যটন খাতের পুনরুদ্ধার কৌশল নির্ধারণ ও সমন্বয় সাধন।
৭.৫.SOP তৈরি ও পর্যটন শিল্প পুনঃ চালুকরণ।

৮. দেশের অভ্যন্তরে এবং দেশের বাইরে ভার্চুয়াল যোগাযোগ স্থাপন

দেশের অভ্যন্তরে এবং দেশের বাইরে পর্যটন অংশীজনের সাথে ভার্চুয়াল যোগাযোগ স্থাপনের জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করাঃ

৮.১. ভার্চুয়াল ট্যুর বা ভার্চুয়াল অভিজ্ঞতা/পাঠের মাধ্যমে পর্যটক অথবা পর্যটন অংশীজনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা।
৮.২. করোনা ইস্যু এবং করোনা পরবর্তী পর্যটন শিল্পের করণীয় সম্পর্কে যোগাযোগের জন্য কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ক্ষেত্র হিসেবে ট্যুরিজম বোর্ডে হেল্প ডেস্ক ও সমন্বয় শাখা চালু করা।
৮.৩. অনলাইন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের মাধ্যমে দেশী ও বিদেশী পর্যটক, দেশী বিদেশী পর্যটন সংগঠন, জাতীয় পর্যটন সংস্থাসমূহ, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশন/দূতাবাস ও অন্যান্যদের সাথে যোগাযোগ রাখা এবং নিয়মিতভাবে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করা।
৮.৪. বিদেশে বসবাসরত প্রবাসি বাংলাদেশীদের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের ডাটাবেজ তৈরি, ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাধ্যমে বাংলাদেশের পর্যটন প্রমোশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

▪ উদ্দীপিতকরারজন্য প্রণোদনা প্রদান এবং পূনরুদ্ধার কাজ বেগবান করা

৯. পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্ট সাব সেক্টরগুলোতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা

পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্ট সাব সেক্টরগুলোতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য, পর্যটন ব্যবসা পরিচালনার জন্য আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করাঃ

৯.১. পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্টএসএমই (SMEs')গুলোর স্বল্প মেয়াদী ব্যবসায়িক কার্যক্রম গ্রহণ, সংকট থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা।
৯.২. পর্যটন খাতের অবকাঠামোগত উন্নয়নকে দ্রুত ট্র্যাকের খাত হিসেবে চিহ্নিত করে বিনিয়োগ আকর্ষণ করা এবং পর্যটন খাতে বিদেশী সরাসরি বিনিয়োগের জন্য বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা।
৯.৩. হোটেল, মোটেল, গেস্ট হাউজ, রির্সোট, এমিউজমেন্ট পার্ক, পরিবহণ, আবাসন, প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পদে বিনিয়োগের জন্য টেকসই নীতিমালা প্রণয়ন করা।

১০. অগ্রীম ভিসাসহ বিভিন্ন ভ্রমণ সুবিধা প্রদান

ভিসা সুবিধাদি সহজিকরণের জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করাঃ

১০.১. COVID-19 এর জন্য প্রবর্তিত ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা নিয়মিত পর্যালোচনাকরা এবং সঠিক, নিরাপদ ও প্রতিযোগিতামুলক সময়ে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা।
১০.২. পর্যটকগণের সুবিধা বৃদ্ধিসহ অগ্রীম ভিসা এবং বিবিধ ভ্রমণ ভিসার নীতিমালা সহজ করা। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিদেশী পর্যটকদের জন্য ই-ভিসা পদ্ধতি চালুকরণসহ আগমনী ভিসার আওতা বৃদ্ধি এবং দীর্ঘ মেয়াদী ভিসা প্রদান করা। তাছাড়াও ই-ভিসা, আগমনী ভিসা, দীর্ঘ মেয়াদী ভিসা প্রদানে বাংলাদেশ ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করা।

১১. পর্যটন জনশক্তির চাহিদা নিরূপণ, দক্ষতা উন্নয়ন, নতুন কর্মের সুযোগ তৈরি ও সরবরাহ নিশ্চিত করণ

পর্যটন জনশক্তির চাহিদা নিরূপণ,দক্ষতা উন্নয়ন, নতুন কর্মের সুযোগ তৈরি ও সরবরাহ নিশ্চিত করণের জন্য নিম্নবর্ণিত কাজ সম্পাদনঃ

১১.১.পর্যটন শিল্পের জনশক্তির চাহিদা নিরুপনের জন্য সমীক্ষা পরিচালনা।
১১.২. পর্যটন খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য কর্মসংস্থান মেলা আয়োজন করা এবং কর্মসংস্থানের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন।
১১.৩. কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী পর্যটন প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশেষ প্রণোদনা যেমনঃ ঋণ সুবিধা, সামাজিক সুরক্ষা বা ট্যাক্স সুবিধা প্রদান করা।
১১.৪. পর্যটন খাতে উদ্যোক্তাকে সহযোগিতার জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা।

১২. প্রনোদনা এবং পুনরুদ্ধার প্যাকেজগুলিতে পরিবেশগত টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা

১২.১. দীর্ঘদিন লক ডাউনে থাকার ফলে প্রকৃতি ফিরে পাওয়া তার আসল রূপ টেকসই পর্যটনের জন্য বেঞ্চমার্ক মান হতে পারে। এ ধরণের উদাহরণ শিক্ষার্থীদের/গবেষকদের কেইস স্টাডি বা গবেষণা করার ক্ষেত্র হতে পারে। এ জন্য বিশেষ উদ্দীপনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।
১২.২. লক ডাউন পরবর্তী সময়ে পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানের ফিরে পাওয়া প্রকৃতির আসল রুপের ডুকুমেন্টেশনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা।

১৩. পর্যটন বাজার চিহ্নিতকরণ এবং আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধার এবং চাহিদা বৃদ্ধির জন্য দ্রুত কাজ করা

১৩.১. পর্যটকদের মধ্যে আস্থা পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে ভ্রমণ পরিকল্পনা প্রণয়নে উৎসাহিত করার জন্য ট্যুর অপারেটরসহ অন্যান্য পর্যটন সংস্থাগুলোর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা।
১৩.২. স্বল্প দৈর্ঘ্যের টিভিসি তৈরি করে সামাজিক মিডিয়াতে প্রচার করা।
১৩.৩. পর্যটকদের আচরণ তদারকি, পর্যটন পণ্য পছন্দের প্রবণতার ধারণা গ্রহণ করা এবং পর্যটন পণ্য চিহ্নিতকরণ, পর্যটন পণ্য প্রস্তুত ও পর্যটকদের জন্য মৌলিকসুবিধাদি বৃদ্ধি এবং বিপণনের কৌশল উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা।
১৩.৪. অভ্যন্তরীণ পর্যটন বাজার উন্নয়ন, বিশেষ প্রচার,বিপনন কার্যক্রম গ্রহণ ও আকর্ষণীয় প্যাকেজ ঘোষণার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ পর্যটন সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধ করা।
১৩.৫. জাতীয় অর্থনীতিতে পর্যটনের প্রভাব সম্পর্কে প্রচারণা জোরদার করা। প্রাথমিক পর্যায়ে দেশীয় ভ্রমণকারীগণ বিদেশ গমনের পরিবর্তে দেশের পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানে ভ্রমণ দেশপ্রেমের সাথে সম্পর্কিত করে ব্যাপক প্রচারণা চালানো।
১৩.৬. পর্যটন ও ভ্রমণ বিষয়ক বিভিন্ন প্যাকেজে বিশেষ মূল্যছাড় প্রদান এবং পর্যটন সেবার বৈচিত্র্য আনয়ন ও সেবা সহজীকরণ ।

১৩.৭. বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ, আঞ্চলিক দেশসমূহের সাথে পর্যটন উন্নয়নের জন্য আঞ্চলিক সমঝোতা করার উদ্যোগ গ্রহণ।

১৩.৮. আঞ্চলিক পর্যটন উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দেশের জাতীয় পর্যটনসংস্থাসমূহ এবং পর্যটন ব্যবসায়ীদের সাথে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডও বাংলাদেশের পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংযোগ স্থাপন এবং সম্পর্ক উন্নয়নে ভারত, চীন, নেপাল, শ্রীলংকা, ভুটান, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, হংকং ও তাইওয়ানে অবস্থিত অথবা উক্ত দেশসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত বাংলাদেশ মিশনসমূহের সক্রিয় ও কার্যকর সহায়তা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ স্থাপন।

১৩.৯. জাতীয় পতাকাবাহী বিমানের সাথে সমন্বয় করে পর্যটনের জন্য বাংলাদেশ বিমানের বিশেষ মুল্যের প্যাকেজ ঘোষণা করা।

১৪. বিপণন, ইভেন্ট এবং মিটিং সুবিধাদি সম্প্রসারণ

১৪.১. বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সম্মেলন, আর্ন্তজাতিক মেলা এবং অন্যান্য ইভেন্ট আয়োজনের মাধ্যমে বিদেশীদের আগমন উৎসাহিত করার মাধ্যমেMIECট্যুরিজম বিকাশের জন্য হোটেল, মোটেল, বিমান, কনভেনশন সেন্টার ইত্যাদিতে বিশেষ মূল্য ছাড়ের ব্যবস্থা করা।

১৪.২. নতুন পর্যটন আকর্ষণ সম্পর্কে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে, অপেক্ষাকৃত কম স্থিতিশীল পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানগুলোতেস্থানীয় ইভেন্ট যেমনঃ ফেম ট্যুর, বীচ কার্নিভ্যাল, রোড শো, দেশী পর্যটন মেলা, ফটো কম্পিটিশন, টিভি শো ইত্যাদি আয়োজন করা।

১৪.৩. বেসরকারি ট্যুর অপারেটরগণকে কো-এক্সিবিটর হিসেবে দেশী বিদেশী পর্যটন মেলা,পর্যটন বিষয়ক অনুষ্ঠানাদি, অন্যান্য ইভেন্ট এবং বিপণন ক্রিয়াকলাপে অংশ গ্রহণের জন্য বিশেষ সুবিধাদি প্রদান করা।

১৪.৪.পর্যটন খাতে অবদান রাখে এমন পর্যটন পণ্য, বাজার এবং বাজারের অংশ উন্নয়ন এবং বিপণনকার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিকতর দায়িত্বশীল এবং টেকসই পর্যটন সম্প্রসারণ।

১৪.৫. স্থানীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখে এমন সাংস্কৃতিক, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করে দায়িত্বশীল ভ্রমণ ও পর্যটন উৎসাহিত করার জন্য প্রচার প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

১৪.৬. বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড থেকে পর্যটন বিষয়ে ফেলোশিপ প্রাপ্ত সংবাদিকগণের মাধ্যমে বাংলাদেশের পর্যটনের ধারাবাহিক প্রচার ও প্রচারণা জোরদার করা।

১৪.৭. পর্যটনের প্রচার ও প্রসারের জন্য মিডিয়া পার্টনার হিসেবে এক বা একাধিক মিডিয়ার সাথে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করা।

১৫. অংশীদারিত্বমূলক বিনিয়োগ বৃদ্ধি

১৫.১. সকল স্তরের পর্যটন অংশীজনদের সমন্বয়ে একটি Tourism Recovery Committee গঠন করা। এতে স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়, সরকারী-বেসরকারী পর্যটন অংশীজন, বিমান সংস্থা, প্রযুক্তি সংস্থাসহ আর্থিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা।

১৫.২. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একটি সামগ্রিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন, সম্পদ বরাদ্দ, দায়িত্ব নিরূপণ, বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি নিরীক্ষণ ব্যবস্থা করা।

১৫.৩. অগ্রাধিকারযুক্ত কৌশলগত প্রকল্পগুলোতে সহ-অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা।

১৬. বাজার, পণ্য এবং সেবার বহুমুখিকরণ ও বৈচিত্র্য আনয়ণ ও অন্যান্য কার্যক্রম

১৬.১. একটি নির্দিষ্ট বাজার, পর্যটন পণ্য ও বাজারজাতকরণ কৌশলের পরিবর্তে একাধিক বাজার, নতুন পর্যটন পণ্যের বৈচিত্র্য আনয়ন ও বাজারজাতকরণ কৌশলে পরিবর্তন আনা।

১৬.২. ধর্মীয় পর্যটনের আওতায় বিশ্ব ইজতেমা, বুদ্ধিস্ট সার্কিট ট্যুরিজম এবং সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্য সীতপিঠ ও অন্যান্য আকর্ষণগুলিকে গড়ে তোলা।

১৬.৩. পর্যটনের নতুন ডেসটিনেশন হিসেবে পরীক্ষামুলকভাবে পর্যটন গ্রাম নির্ধারণ করা এবং তা প্রমোট করা।

১৬.৪. যৌথ অর্থায়ন ও যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পর্যটন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা।

১৬.৫. জেলা ও পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান ভিত্তিক ডেস্টিনেশন ব্র্যান্ডিং, রি- ব্র্যান্ডিং করা।

১৬.৬. গ্রামীণ এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীগুলিকে সহায়তা করে এমন নতুন পর্যটন পণ্য চিহ্নিত করা ও বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা।

১৬.৭. পর্যটন আকর্ষণীয় এলাকার স্থানীয় খাদ্য ও পণ্য উৎপাদক, পর্যটক, পর্যটন কর্মী এবং পর্যটন শিল্পকে সংযুক্ত করতে একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা।

১৬.৮. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে "বঙ্গবন্ধু পর্যটন পদক ও জাতীয় পর্যটন ট্রফি" প্রবর্তন করা।

১৬.৯. জেলা পর্যায়ে পর্যটন উন্নয়ন ও পর্যটন বিষয়ক কাজ সমন্বয়ের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (পর্যটন) এবং সহকারী কমিশনার (পর্যটন) পদ সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১৬.১০. বাংলাদেশে যে দশটি দেশ থেকে সর্বাধিক সংখ্যক বিদেশী পর্যটকের আগমন ঘটে সে সব দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনে/দূতাবাসে বাংলাদেশের পর্যটন প্রমোট করা ও যোগাযোগ স্থাপনের জন্য কাউন্সিলর (পর্যটন) পদ সৃজন ও পদায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১৬.১১.জেলা পর্যটন উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি পূণগঠন ও সক্রিয় করা।

১৬.১২. সরকারি সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে পর্যটন বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা।

১৬.১৩. সকল পর্যটন অংশীজনের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের জন্য জাতীয় পর্যটন সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের কার্যক্রম সম্প্রসারণ, বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন ও জাতীয় পর্যটন নীতিমালা যুগোপযোগী করা।

১৬.১৪. SME Foundation এ পর্যটনের সকল উপখাত অন্তর্ভুক্ত করা।

১৬.১৫. Tourism Master Plan প্রণয়নে করোনার প্রভাব বিশ্লেষণ করা এবং পরামর্শ প্রদান করা।

১৬.১৬. জাতীয় পর্যটন মানব সম্পদ কৌশল (National Tourism Human Capital Strategy) প্রণয়ন করা এবং জাতীয় পর্যটন মানব সম্পদ কৌশল বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা।

১৬.১৭. পর্যটন শিল্প উদ্যোক্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যটন শিক্ষা, পর্যটন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আইসিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ এবং ভ্রমণ ও পর্যটন সংগঠনগুলোর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পর্যটন শিল্পের ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও সরবরাহ নিশ্চিত করা।

১৬.১৮. বাস্তবতার নিরিখে প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা।

অধ্যায় ৪

বাস্তবায়ন সময় পরিকল্পনা

ক্রম নং	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন সময় পরিকল্পনা		
		স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
		০-২ বছর	২-৫ বছর	৫+বছর
১.১.	পর্যটন শিল্পের উদ্যোক্তা, জনশক্তি ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তালিকা প্রণয়ন			
১.২.	পর্যটন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সহায়তা			
১.৩.	পর্যটন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ/ক্যাশ ইনসেন্টিভ			
১.৪.	পর্যটন বিষয়ে অনলাইন প্রশিক্ষণ			
১.৫.	পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মী ছাটাই না করে ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস			
১.৬.	পর্যটন শিল্পের উদ্যোক্তা, জনশক্তি ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ			
১.৭.	পর্যটন শিল্পের উদ্যোক্তাদের ঋণের সুদ আদায় নির্ধারিত সময়ের জন্য স্থগিত রাখা			
২.১.	আর্থিক ও ঋণ সহযোগিতা পূনর্গঠনে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সাথে যোগাযোগ রক্ষা			
২.২.	পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এবং দ্রুত ও ভর্তুকিযুক্ত ঋণসুবিধা			
২.৩.	ইউটিলিটি বিল আদায় সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখা			
২.৪.	ছোট ও স্বল্প পুজির ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে অফেরতযোগ্য অনুদান/উপকরণ প্রদান			
৩.১.	ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠাণের কর, চার্জ এবং শুল্ক আইন ও নীতিমালা পর্যালোচনা করা			
৩.২.	ভ্রমণ ও পর্যটন কর, চার্জ এবং শুল্ক সাময়িক সময়ের জন্য স্থগিত করা বা হ্রাস করা			
৩.৩.	পর্যটন পরিবহন ও অন্যান্য পর্যটন শিল্প উপকরণ আমদানীতে শুল্ক হ্রাস করা			
৪.১.	ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে অগ্রীম পরিশোধিত অর্থ ফেরত প্রাপ্তিতে সমাধান অন্বেষণ করা			
৪.২.	পর্যটন সেবা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন এলাকায় তদারকী কমিটি গঠন			
৫.১.	পর্যটন পণ্য ও বাজার চিহ্নিতকরণ, বিপণন ও প্রমোশণে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান			
৫.২.	ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তা ও কর্মীদের জন্য অনলাইন প্রশিক্ষণ ও ক্যাশ ট্রান্সফার করা			
৫.৩.	UNWTOএর অনলাইন একাডেমি কর্তৃক প্রচারিত কন্টেন্ট প্রমোট করা			
৫.৪.	পর্যটন প্রশিক্ষণের জন্য A2i/ICTপ্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি			
৬.১.	জাতীয়, আঞ্চলিক, বৈশ্বিক অগ্রাধিকার ও ক্ষতিগ্রস্থ খাত হিসেবেঘোষিত প্যাকেজে রাখা			
৬.২.	আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সংস্থার ঘোষিত প্যাকেজের জন্য যোগাযোগ রাখা			
৭.১.	Crisis Management Committee (CMC) গঠন			
৭.২.	সচেতন বৃদ্ধির জন্য পর্যটন সংক্রান্ত নিয়মিত বার্তা/বুলেটিন প্রদান			
৭.৩.	পর্যটন সংশ্লিষ্ট উদ্যোগসমূহ মিডিয়ায় প্রচার ও প্রকাশ করা			
৭.৪.	Global Tourism Crisis Response Strategy নিয়মিত পর্যালোচনা ও কৌশল নির্ধারণ			
৭.৫.	SOP তৈরি ও পর্যটন শিল্প পুনঃচালুকরণ			
৮.১.	ভার্চুয়াল ট্যুর বা ভার্চুয়াল অভিজ্ঞতা/পাঠের মাধ্যমে পর্যটক অথবা পর্যটন অংশীজনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা।			
৮.২.	পর্যটন শিল্পের কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ক্ষেত্র হিসেবে ট্যুরিজম বোর্ডে হেল্প ডেস্ক ও সমন্বয় শাখা চালু			
৮.৩.	অনলাইন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ ও হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ			
৮.৪.	প্রবাসি বাংলাদেশী বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের ডাটাবেজ তৈরি ও পর্যটন প্রমোশন			
৯.১.	পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্ট উপখাত চিহ্নিতকরণ ও আর্থিক প্রণোদনা/বিনিয়োগের সুবিধা প্রদান			
৯.২.	পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্টএসএমই (SMEs')গুলোরসংকট থেকে পুনরুদ্ধারেপ্রশিক্ষণ প্রদান			
৯.৩.	পর্যটন খাতে বিদেশী সরাসরি বিনিয়োগের জন্য বিশেষ প্রণোদনা প্রদান			

৯.৪.	পর্যটন উপখাতে বিনিয়োগের জন্য টেকসই নীতিমালা প্রণয়ন করা			
১০.১.	ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা পর্যালোচনাএবং সঠিকও নিরাপদ সময়ে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার			
১০.২.	পর্যটকগণেরভিসাসুবিধা বৃদ্ধি, ই-ভিসা চালুকরণ, আগমনী ভিসার আওতা বৃদ্ধি			
১১.১.	পর্যটন শিল্পের জনশক্তির চাহিদা নিরুপনের জন্য সমীক্ষা পরিচালনা।			
১১.২.	পর্যটন খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য কর্মসংস্থান মেলা আয়োজন ও কর্মসংস্থানের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন।			
১১.৩	কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী পর্যটন প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা।			
১১.৪	পর্যটন খাতে উদ্যোক্তাকে সহযোগিতার জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা			
১২.১.	শিক্ষার্থী/গবেষকদের গবেষণার জন্য বিশেষ উদ্দীপনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা			
১২.২.	পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানের প্রকৃতির আসল রুপের ডুকুমেন্টেশনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা।			
১৩.১.	ট্যুর অপারেটরসহ অন্যান্য পর্যটন সংস্থাগুলোর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা			
১৩.২.	স্বল্প দৈর্ঘ্যের টিভিসি তৈরি করে সামাজিক মিডিয়াতে প্রচার করা।			
১৩.৩.	বিপণনের কৌশল উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা			
১৩.৪.	অভ্যন্তরীণ পর্যটন সম্প্রসারণ, সমন্বয় সাধন ও সমৃদ্ধ করা			
১৩.৫.	প্রাথমিকভাবে আউটবাউন্ড পর্যটনকে নিরুৎসাহিত করেঅভ্যন্তরীণ বাজারে ভ্রমণে ব্যাপক প্রচারণা			
১৩.৬.	পর্যটন সেবার বৈচিত্র্য আনয়ন ও সেবা সহজীকরণ			
১৩.৭.	পার্শ্ববর্তী ওআঞ্চলিক দেশসমূহের সাথে পর্যটন উন্নয়নের জন্য সমঝোতা উদ্যোগ গ্রহণ			
১৩.৮.	বিভিন্ন দেশের জাতীয়পর্যটনসংস্থাএবংপর্যটনব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, শিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা ও পর্যটন কর্মসূচী বিনিময়			
১৩.৮.	জাতীয় পতাকাবাহী বিমানের সাথে সমন্বয় করে পর্যটনের জন্য বাংলাদেশ বিমানের বিশেষ মুল্যের প্যাকেজ ঘোষণা			
১৪.১.	MIECট্যুরিজম বিকাশ ও হোটেল, মোটেল, বিমান, কনভেনশন সেন্টারের বিশেষ মূল্য ছাড়			
১৪.২.	ফেম ট্যুর, বীচ কার্নিভ্যাল, রোডশো, দেশী পর্যটন মেলা, ফটো-কম্পিটিশন, টিভি শো আয়োজন			
১৪.৩.	বেসরকারি কো-এক্সিবিটরদেরদেশী বিদেশী পর্যটন মেলা ও অন্যান্য ইভেন্ট এবং বিপণন ক্রিয়াকলাপে অংশ গ্রহণের জন্য বিশেষ সুবিধাদি প্রদান			
১৪.৫.	দায়িত্বশীল এবং টেকসই পর্যটন সম্প্রসারণে পর্যটন পণ্য, বাজার এবং বিপণন উন্নয়ন			
১৪.৬.	সাংস্কৃতিক, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করে দায়িত্বশীল ভ্রমণ ও পর্যটনে প্রচার			
১৪.৭.	বিটিবি থেকে পর্যটন ফেলোশিপ প্রাপ্ত সংবাদিকগণের মাধ্যমে ধারাবাহিক প্রচার ও প্রচারণা			
১৪.৮.	পর্যটনের প্রচার ও প্রসারের জন্য মিডিয়া পার্টনার হিসেবে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা			
১৫.১.	Tourism Recovery Committeeগঠন			
১৫.২.	কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের গাইডলাইন প্রণয়ন, সম্পদ বরাদ্দ, দায়িত্ব নিরূপণ, বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি নিরীক্ষণ ব্যবস্থা			
১৫.৩.	অগ্রাধিকারযুক্ত কৌশলগত প্রকল্পগুলোতে সহ-অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা			
১৬.১.	একাধিক বাজার, নতুন পর্যটন পণ্যের বৈচিত্র্য আনয়ন ও বাজারজাতকরণ কৌশলে পরিবর্তন			
১৬.২.	ধর্মীয় পর্যটনআকর্ষণগুলিকে তোলে ধরা			
১৬.৩.	পর্যটন গ্রাম উন্নয়ন এবং প্রমোট			
১৬.৪.	যৌথ অর্থায়ন ও যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পর্যটন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা			
১৬.৫.	জেলা ও পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান ভিত্তিক ডেস্টিনেশন ব্র্যান্ডিং, রি- ব্র্যান্ডিং করা			
১৬.৬.	গ্রামীণ এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সহায়ক এমন নতুন পর্যটন পণ্য চিহ্নিত ও বিকাশ			
১৬.৭.	পর্যটন আকর্ষণীয় এলাকার স্থানীয় খাদ্য ও পণ্য উৎপাদক, পর্যটক, পর্যটন কর্মী এবং পর্যটন শিল্পকে সংযুক্ত করতে একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি			
১৬.৮.	“বঙ্গবন্ধু পর্যটন পদক ও জাতীয় পর্যটন ট্রফি” প্রবর্তন			
১৬.৯.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (পর্যটন) এবং সহকারী কমিশনার (পর্যটন) পদ সৃজনের উদ্যোগ			
১৬.১০.	বিদেশী হাইকমিশনে/দূতাবাসে বাংলাদেশের পর্যটন প্রমোট করার জন্য কাউন্সিলর (পর্যটন) পদ			

	সৃজন ও পদায়ন			
১৬.১১.	জেলা পর্যটন উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি পূণগঠন ও সক্রিয় করা।			
১৬.১২.	সরকারি সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে পর্যটন বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা।			
১৬.১৩.	বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের কার্যক্রম সম্প্রসারণ, বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন ও জাতীয় পর্যটন নীতিমালা যুগোপযোগী করা, পর্যটন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নীতিমালা প্রণয়ন			
১৬.১৪.	SME Foundationএ পর্যটনের সকল উপখাত অন্তর্ভুক্ত করা			
১৬.১৫.	Tourism Master Planপ্রণয়নে করোনার প্রভাব অন্তর্ভুক্ত করা			
১৬.১৬.	জাতীয় পর্যটন মানব সম্পদ কৌশল (National Tourism Human Capital Strategy) প্রণয়ন করা এবং বাস্তবায়ন			
১৬.১৭.	পর্যটন শিল্প উদ্যোক্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যটন শিক্ষা, পর্যটন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আইসিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাষ্ট্রিজ এবং ভ্রমণ ও পর্যটন সংগঠনগুলোর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পর্যটন শিল্পের ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও সরবরাহ			
১৬.১৮.	Tourism and Hospitality Managemnt Training institute স্থাপন			
১৬.১৯.	বাস্তবতার নিরিখে প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা।			

অধ্যায় ৪

উপসংহার

করোনভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশ পর্যটন শিল্পের ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণী একটি চলমান প্রক্রিয়া। প্রতিনিয়ত এটি হালনাগাদ করা হবে। পর্যটন শিল্পের এহেন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, সংকট থেকে পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পর্যটন বাজারের প্রতিযোগিতামূলক একটি ভালো অবস্থা তৈরির জন্য প্রস্তাবিত সংকট উত্তরণের কর্মপরিকল্পনার প্রতিটি কার্যক্রমের বাস্তবায়নের জন্য গাইডলাইন প্রণয়ন করা হবে। পরবর্তীতে পর্যটন মহাপরিকল্পনার সাথে প্রস্তাবিত সংকট উত্তরণের কর্মপরিকল্পনাটি সমন্বয় করা হবে।কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আগামী অর্থবছর গুলোর বাজেটগুলোতে পর্যটন খাতের সুরক্ষা ও উন্নয়নে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।